Contemporary Western Philosophy Honours-2021

6th Sem. Honours

DR. DIBAKAR MANNA,

ASSISTANT PROFESSOR,

TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

যাচাইযোগ্যতার মানদণ্ডের মাধ্যমে এয়ারের আধিবিদ্যা খণ্ডনঃ-

অধিবিদ্যা সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন কে কেন্দ্র করে মূল দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত গড়ে উঠেছে - একটি হলঃ অধিবিদ্যা সম্ভব এবং অপরটি হলঃ অধিবিদ্যা আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মতের প্রচারক হলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম, বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট ও রাসেল, হোয়াইটহেড, মূর, ভিটগেনস্টাইন, এয়ার, কারন্যাপ প্রমূখ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ।

আধুনিককালের যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণও দর্শন থেকে অধিবিদ্যা কে বর্জন করার পক্ষে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তারা কান্টের নয় শুধুমাত্র আধিবিদ্যক পদার্থের কোন রকম জ্ঞানই অস্বীকার করেন নি, অস্বীকার করেছেন আধিবিদ্যক পদার্থসমূহের অস্তিত্বও।বাক্যার্থের মানদণ্ড হিসেবে তারা যাচাইযোগ্যতার (Verifiability Criterion) কথা বলেন ও যুক্তি দিয়ে দেখাতে সচেষ্ট হন যে, অধিবিদ্যা সংক্রান্ত বাক্যসমূহের কোনটিই অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাইযোগ্য না হওয়ায় যে কোন আধিবিদ্যক অর্থহীন ও সেহেতু অধিবিদ্যা অসম্ভব। যৌক্তিক দৃষ্টি দার্শনিক এয়ার

আধিবিদ্যক বাক্যের লক্ষণে বলেন যে, এই প্রকার বাক্যকে যথার্থ বচন প্রকাশক বলে মনে করা হলেও তারা বস্তুতঃ কোন স্বতঃসত্য বচন বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রকল্পকে প্রকাশ করে না এবং যেহেতু যথার্থ বচনমাত্রই হয় স্বতঃসত্য, না হয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রকল্প সেহেতু অধিবিদ্যা সংক্রান্ত যে কোন বাক্যকে অর্থহীন বলাই যুক্তিযুক্ত। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণের মতে, অধিবিদ্যা আসলে এক অর্থহীন অনুশীলন।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিক এয়ার - এর মতে,অধিবিদ্যায় বাক্যের আকারে মে সব ঘোষণা করা হয় সেগুলি আসলে বাক্য নয়, বাক্যের আভাস মাত্র (Pseudo-statements)। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠেঃ এই সব আধিবিদ্যক বাক্যাভাসের উৎস কোথায় ? এয়ার -এর মতে, সাধারণভাবে ভাষাগত বিভ্রান্তিই অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার মূল উৎস।

যে সকল উদাহরণের সাহায্যে তিনি তাঁর এই অভিমতকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন তাদের মধ্যে হলঃ দ্রব্য হল গুণের আধার । এই মতবাদটি অবশ্যই অধিবিদ্যা সংক্রান্ত । কেননা, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণের অন্তরালে তার আধার হিসেবে অবশ্যই একটি অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে- এই ঘোষণাটি বিশ্লেষক নয় ; আবার এটিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাইযোগ্যও বলা যায় না। আমাদের ভাষাগত বিভ্রান্তির মধ্যেই দ্রব্য সম্পর্কীয় এই মতবাদের মূল নিহিত বলে মনে করা হয়। গুণ অতিরিক্ত কোন কিছুকে নির্দেশ করছে এমন কোন শব্দ ব্যবহার না করে আমরা আমাদের ভাষাকে ব্যবহার করতে পারি না, যা শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট গুণকে নির্দেশ করছে। যেমন , “ গুণসনহ " না বলে আমরা বলি “টেবিলের গুণসমূহ" , যেখানে “টেবিল" শব্দটি ঐ

গুণসমূহ অতিরিক্ত কোন কিছুকে নির্দেশ করে বলে মনে হয় । এখানে এয়ার আপত্তি তুলে বলেন যে , এমনটি ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে , যে কোন বিশেষ্যপদ যা কোন একটি বাক্যের ব্যাকরণগত উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে সেটি হ'ল একটি স্বতন্ত্র সৎবস্তুর নাম। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির সঠিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ দেখায় যে , গুণসমূহের অতিরিক্ত তাদের আধার হিসেবে একটি দ্রব্য স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই । যেমন , টেবিলের গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধই টেবিলের ধারণা তৈরি করে । আসলে , টেবিল তার গুণের সমষ্টি ভিন্ন অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয় । রাহু শিরসর্বস্ব হওয়ায় " রাহুর শির " বলা হলে যেমন শির অতিরিক্ত কিছু বোঝায় না তেমনই "টেবিলের গুণসমূহ " বলা হলে গুণসমূহের অতিরিক্ত টেবিল নামক একটি স্বতন্ত্র পদার্থ মানা নিরর্থক হয় । নিরর্থক আলোচনায় অধিবিদ্যা নিজেকে নিয়োজিত রাখে বলে এয়ার প্রমূখ যৌক্তিক দুষ্টিবাদী দার্শনিকগণের মতে , অধিবিদ্যা সংক্রান্ত কোন সমস্যা আসলে কোন সমস্যাই নয়, সমস্যার আভাসমাত্র (Pseudo problem)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে , আধুনিক কালের যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার সম্ভাবনা বাতিল করতে বাক্যার্থের মানদণ্ড অনুসন্ধান করেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফল হিসাবে যাচাইযোগ্যতা মানদণ্ড প্রয়োগ করে দেখান যে, যাচাইযোগ্য না হওয়ায় এবং বিশ্লেষক না হওয়ায় অধিবিদ্যা সংক্রান্ত কোন বাক্যই অর্থপূর্ণ হয় না।শাস্ত্র হিসাবে অধিবিদ্যা এই সকল অর্থহীন বাক্যের সমষ্টি হওয়ায় সেটিও অর্থহীন অনুশীলনের পর্যায়ভুক্ত হয় ও সে কারণে বাতিলের পর্যায়ে পড়ে।